ফাসেক সিরিজ-১

আসসালামুআলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহহ ওয়া বারাকাতুহু

বিসমিল্লাহির রহমাহির রহীম

আজকের আলোচনার বিষয়বস্তু: "ফাসেক"

পবিত্র কোরআনে **ف س ق** মূল শব্দ থেকে নির্গত তিনটি ফরমে শব্দগুলো মোট ৫৪ বার এসেছে। আমরা মুমিন হতে চাই। মুমিন হয়ে জীবন যাপন করে দুনিয়া ও আখেরাতে আল্লাহর পক্ষ থেকে কল্যাণ লাভ করতে আকাঙ্খা করি। **আমরা ফাসেক হতে চাই না।** সুতরাং আমাদেরকে ভালো করে বুঝে নিতে হবে কারা ফাসেক। এই ৫৪ টি আয়াত পাঠ করলে, অর্থ বুঝলে এবং চিন্তাভাবনা করলে "ফাসেক" বলতে আল্লাহ তায়ালা পবিত্র কোরআনে কাদেরকে বুঝিয়েছেন সেটা পরিস্কার হবে ইনশাআল্লাহ।

১. বস্তুত তিনি **ফাসেক** ব্যতীত কাউকে বিভ্রান্ত করেন না।

إِنَّ اللَّهَ لَا يَسْتَحْيِۦٓ أَن يَضْرِبَ مَثَلًا مَّا بَعُوضَةً فَمَا فَوْقَهَا فَأَمَّا الَّذِينَ ءَامَنُواْ فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِن رَّبِّهِمْ وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُواْ فَيَقُولُونَ مَاذَآ أَرَادَ اللَّهُ بِهَٰذَا مَثَلًا يُضِلُّ بِهِۦ كَثِيرًا وَيَهْدِى بِهِۦ كَثِيرًا وَمَا يُضِلُّ بِهِۦٓ إِلَّا الْفَٰسِقِينَ

নিশ্চয়ই আল্লাহ মশা অথবা তদপেক্ষা ক্ষুদ্রতর দৃষ্টান্ত বর্ণনা করতে লজ্জাবোধ করেননা। সুতরাং যারা ঈমান এনেছে তারাতো বিশ্বাস করবে যে, এ উপমা তাদের রবের পক্ষ হতে খুবই স্থানোপযোগী হয়েছে, আর যারা কাফির সর্বাবস্থায় তারা এটাই বলবে যে, এ সব নগণ্য বস্তুর উপমা দ্বারা আল্লাহর উদ্দেশ্যই বা কি? তিনি এর দ্বারা অনেককে বিপথগামী করেন এবং এর দ্বারা অনেককে সঠিক পথ প্রদর্শন করেন, আর এর দ্বারা তিনি শুধু ফাসিকদেরকেই বিপথগামী করে থাকেন। (২:২৬)

সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা: **"মশার" উদাহরণ প্রসঙ্গে পবিত্র কোরআনে উপমা প্রদান: মাকড়সা (২৯:৪১), মাছি (২২:৭৩)। বিরুদ্ধবাদীরা আপত্তি করে যে, আল্লাহ মহান, এ ধরণের নগন্য ও নিকৃষ্ট কীটপতঙ্গের বর্ণনা কেন পবিত্র কুরআনে উল্লেখ করা হচ্ছে। বিরুদ্ধবাদীদের এ সমস্ত অভিযোগ প্রসঙ্গে এই আয়াত নাজিল হয়েছে। "ফাসিকুন" এক বচনে ফাসিক (فاسق) অর্থ অবাধ্য হাওয়া, আল্লাহর আদেশ পরিত্যাগ করে সৎপথ হতে সরে যাওয়া। সুতরাং সত্যত্যাগী, অবাধ্য, দুস্কৃতকারী প্রভৃতিকে "ফাসিক" বলা হয়। (রেফারেন্স ২২ ও ২৩ আল কুরআনুল কারিম ইসলামিক ফাউন্ডেশন)**

২. সুতরাং যারা জুলুম করলো, তাদের উপর আকাশ থেকে শাস্তি নাজিল করলাম। কারণ তারা **ফাসেকি** করেছিল।

فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُواْ قَوْلًا غَيْرَ الَّذِى قِيلَ لَهُمْ فَأَنزَلْنَا عَلَى الَّذِينَ ظَلَمُواْ رِجْزًا مِّنَ السَّمَآءِ بِمَا كَانُواْ يَفْسُقُونَ

অনন্তর যারা অত্যাচার করেছিল তাদেরকে যা বলা হয়েছিল, তৎপরিবর্তে তারা সেই কথার পরিবর্তন করল, পরে অত্যাচারীরা যে দুস্কর্ম করেছিল তজ্জন্য আমি তাদের উপর আকাশ হতে শাস্তি অবতীর্ণ করেছিলাম। (২:৫৯)

সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা: এ আয়াতটি বুঝতে হলে কমপক্ষে এর আগের আয়াতটি পড়তে হবে। মুসার কওম বনী ইসরাঈলকে আল্লাহ তায়ালা ফেরাউনের অত্যাচার থেকে উদ্ধার করলেন এবং ফেরাউনকে তার সন্য সামন্ত সহ দরিয়ায় ডুবিয়ে মেরে ধংস করে দিলেন। এবং মূসা ও তার কওম বনী ইসরাঈলকে জেরুজালেম বরকতময় শহরে প্রবেশ করার জন্য আল্লাহ নির্দেশ দিলেন এবং বললেন শহরে আল্লাহর প্রতি বিনীত ভাবে প্রবেশ করবে এবং "হিত্তাতুন" বলবে। "হিত্তাতুন" অর্থ আল্লাহর কাছে ক্ষমা চাই। কিন্তু অধিকাংশ লোক "হিত্তাতুন" এর পরিবর্তে অন্য কথা বললো। এই জুলুমের জন্য তাদের উপর আল্লাহ আকাশ থেকে শাস্তি নাযিল করলেন কারণ তারা ফাসেকী (অবাধ্যতা) করেছিল।

৩. নিশ্চয়ই আমি তোমার প্রতি নাযিল করেছি সুস্পষ্ট আয়াত সমূহ। **ফাসিকরা** ছাড়া এগুলোকে অস্বীকার করে না।

وَلَقَدْ أَنزَلْنَآ إِلَيْكَ ءَايَٰتٍۭ بَيِّنَٰتٍ وَمَا يَكْفُرُ بِهَآ إِلَّا ٱلْفَٰسِقُونَ

এবং নিশ্চয়ই আমি তোমার প্রতি স্পষ্ট নিদর্শনসমূহ অবতরণ করেছি এবং দুস্কর্মকারী ব্যতীত কেহই তা অবিশ্বাস করবেনা। (২:৯৯)

প্রিয় ভাই ও বোনেরা, **আমরা ফাসেক (আল্লাহ ও রাসূলের অবাধ্য) হতে চাই না।** আমরা মুসলিম, মুমিন, মুত্তাকী, মুহসিন, আন সারুল্লাহ হতে চাই। এ পাঁচটি স্তর ১ম মুসলিম, ২য় মুমিন, ৩য় মুত্তাকি, ৪র্থ মুহিসন, ৫ম স্তর আন সারুল্লাহ। ১ম থেকে ২য় স্তর উঁচু, ২য় থেকে ৩য় স্তর উঁচু, ৩য় থেকে ৪র্থ স্তর উঁচু, ৪র্থ থেকে ৫ম স্তর উঁচু।
আমাদের চেষ্টা করতে হবে ইবাদতের মধ্যে সর্বোচ স্তরে উন্নীত হওয়ার জন্য।
আল্লাহ আমাদেরকে হেদায়েত দান করুন।

আমীন

আসসালামুআলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহ

Click here: http://www.morningbrightness.fi/

Click here: https://www.youtube.com/@morningbrightness603